প্লেসমেন্টের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তপ্ত দুই কলেজ চত্বর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ ক্যাম্পাসিংয়ের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে দক্ষিণবঙ্গের দুটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এরমধ্যে কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরিস্থিতি কিছুটা জটিল। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ শুরু হয় বৃহস্পতিবার। পরদিন আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে। মাঝরাতে কলেজের অধিকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভরতি করাতে হয়। কলেজের সহকারী অধিকর্তা ও রেজিস্ট্রার সহ অন্য আধিকারিকদেরও রাতভর ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। গড়িয়ার নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ারা সোমবার রাতভর বিক্ষোভ দেখানোর পর মঙ্গলবার তাঁদের অবস্থান-বিক্ষোভের কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন। ওই কলেজে বহিরাগতরা ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গড়িয়ার নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ভরতির সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১০০ শতাংশ প্লেসমেন্টের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ৪ বছরে পড়াশোনার জন্য তাঁরা প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন। কিন্তু ভরতি হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তাঁদের যাবতীয় সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেইসব সমস্যার কথা উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীরা জানান, লাইব্রেরিতে বই পাওয়া যায় না, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই এবং গবেষণাগারের পরিকাঠামো খারাপ। কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো হলেও তাদের তরফে আলোচনায় কোনোরকম আগ্রহ দেখানো হয়নি। তাই সোমবার থেকে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘটের পথে যান। চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের এইসব দাবি ও অভিযোগে সায় দিয়ে অন্য বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও ধর্মঘটে শামিল হন। ধর্মঘটি পড়ুয়াদের অভিযোগ, ধর্মঘট ভাঙতে সোমবার সন্ধের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ পিছনের গেট দিয়ে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে ঢোকায়। তখনই শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। পরে পড়ুয়াদের প্রতিরোধে বহিরাগতরা পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, আন্দোলনের নামে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভাঙচুর চালিয়েছে। পড়ুয়ারা তাঁদের দাবির পিছনে অন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন চেয়েছে।

কোলাঘাটেও ছাত্রছাত্রীদের প্রধান দাবির মধ্যে ক্যাম্পাসিং রয়েছে। ওই কলেজে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হন। পড়ুয়াদের অভিযোগ, ভরতির সময় প্লেসমেন্টের কথা বলা হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ চাকরির ব্যবস্থাই করতে পারছে না। পাস করার পরও অনেক ছাত্রছাত্রী বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়া মাসে মাথাপিছু ২ হাজার টাকা করে দিতে হলেও হস্টেলে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য পড়ুয়াদের এইসব অভিযোগ মানতে নারাজ। কলেজের রেজিস্ট্রার শৈবাল প্রধান জানিয়েছেন, চাকরি না পাওয়ার কথা ঠিক নয়। ক্যাম্পাসিং নিয়মমাফিক হচ্ছে। হস্টেলেও খুব খারাপ মানের খাবার দেওয়া হয় না। কলেজের অন্য এক আধিকারিকের বক্তব্য, সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষায় বসতে হলে অন্তত ৭৫ শতাংশ হাজিরা থাকতে হবে। ওই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরই পড়ুয়াদের আন্দোলন শুরু হয়েছে।

> ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ভরতির সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১০০ শতাংশ প্লেসমেন্টের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ৪ বছরে পড়াশোনার জন্য তাঁরা প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন। কিন্তু ভরতি হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তাঁদের যাবতীয় সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

রং আর লেন্সের সহাবস্থান

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ ছবি আঁকা এবং ছবি তোলা - শিল্পের এই দুই নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে কখনও সংঘাত, কখনও সহাবস্থান চলে। ছবি আঁকা বা পেইন্টিং ছবি তোলা অর্থাৎ ফোটোগ্রাফির তুলনায় অনেক প্রধান। শিল্পের দুই জগতের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা মেলবন্ধনেরও জায়গা আছে। হতে পারে সেটা পারিবারিক। অঙ্কন শিল্পী বিমল কর আর ফোটোগ্রাফির শঙ্খ কর সম্পর্কে পিতাপুত্র। দুজনেই তাঁদের নিজেদের জগতে স্বমহিমায় খ্যাত। উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্পের প্রতি টান, শিল্পের চোখ পেয়েছেন শঙ্খ। এবার তাঁদের শিল্পকর্মের যৌথ প্রদর্শনী হতে চলেছে কলকাতার রাজাডাঙ্গায় অবস্থিত মায়া আর্ট স্পেস, মোহনায়। বাবা বিমল করের রং-তুলি ছেলে শঙ্খ করের ক্যামেরার চোখকে কতটা প্রভাবিত করেছে তা দেখা যাবে ১৮ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত। জেনম এফেকট- দ্য আয়রনি আনাফোল্ডস' শীর্ষক এই প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হবে ১৮ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টায়।

বিমল কর

শঙ্খ কর

ফিফার লোগো ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ ফিফার লোগো রাজ্য সরকার ও সরকারি দপ্তর বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করেছে বলে কংগ্রেস অভিযোগ তুলেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি মঙ্গলবার বলেন, 'ফিফার আইনে এই কাজ শুধু অনৈতিকই নয়, ফৌজদারি অপরাধের শামিল।' এদিন প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি ওই অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি তিনি নির্দিষ্ট তথ্য সরকারে ফিফার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন বলেও অধীরবাবু জানান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, বিশ্ব বাংলার লোগো থেকে যে আয় হয়েছে তা কার কাছে গিয়েছে রাজ্যবাসী তা জানতে চায়।

রাজ্যপালের কাছে মুকুল

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ রাজ্য সরকারের দুই সচিবের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানালেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। ওই দুই অফিসার হলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদমর্যাদার অফিসার রাজীব সিনহা ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অত্রি ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, মুকুল রায় এদিন রাজ্যপালকে জানান, নিয়ম ভেঙে ওই দুই অফিসার রাজ্যের মানুষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন। রাজ্যপালকে তিনি বলেন, খাতায়কলমে এদিন পর্যন্ত বিশ্ব বাংলা প্রতীকের মালিকানা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। তিনি জানতে পেরেছেন, এবার অভিষেকের ওই মালিকানা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

টেট-এর জন্য নতুন নির্দেশিকা

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ মঙ্গলবার রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবারে টেট-এ প্রশিক্ষিতদের সঙ্গে একইসঙ্গে প্রশিক্ষণরতদেরও পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তবে সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হলেও প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশিক্ষণরতরা চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন না। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, বুধবার থেকেই প্রশিক্ষণরতরা অনলাইনে টেটে বসার আবেদন জমা দিতে পারবেন। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিকে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের কাজে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য টেট-এর ক্ষেত্রে ওই রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালেই রাজ্য সরকার চাইছে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে।

খোঁজ মিলল অনামিত্রর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ দমদমের নাগেরবাজারের রূপালয় নামে একটি আবাসনের বাসিন্দা অনামিত্র বসু নামে এক যুবককে তাঁর পরিচিত কিছু ব্যক্তি সম্পত্তি হাতানোর উদ্দেশ্যে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে, বাড়ির শৌচাগারে আটকে রেখেছিল। আবাসনের বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে নাগেরবাজারের একটি নার্সিংহোমে ভরতি করে। শনিবার তাঁর প্রতিবেশীরা সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখতে না পেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে জানা যায়, অনামিত্রর ব্রঙ্কিয়া-নিউমোনিয়া ধরা পড়ায় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভরতি করে দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আদিবাসী শিশুদের নিয়ে বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ছবি ঃ ইন্দ্রজিৎ রায়

ডেঙ্গু নিয়ে জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ ডেঙ্গু নিয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার পেশ করা হলফনামা পড়ে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। হলফনামাটি পড়ে বিচারপতিরা বলেন, রিপোর্টটি তথ্য নির্ভর নয়। মৃত্যু সম্পর্কে দেওয়া তথ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। এরপর দুই বিচারপতি ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ঠিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন।

ডেঙ্গু নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটির শুনানির সময় মঙ্গলবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ডেঙ্গুতে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছেন, অথচ রাজ্য সরকার তাদের পেশ করা হলফনামায় শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালের তথ্যই দিয়েছে। সেই তথ্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর অসংগতি। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যাঁরা মারা গিয়েছেন সেই সংখ্যা রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা আদালতে পেশ করা হলফনামায় উল্লেখ করেননি।' বিজেপির চিকিৎসক সেলের তরফেও একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলায় আইনজীবী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ডেঙ্গুতে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের ডেথ সার্টিফিকেটে সঠিক তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে না। তাঁর প্রশ্ন, মৃতের আত্মীয়দের কি সঠিক তথ্য জানার অধিকার নেই?'

এরপর বিচারপতিরা আগামী দু-দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন। সেদিনই ফের শুনানি হবে।

ভুল তথ্য দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী : বিমান

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু নিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন বলে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু অভিযোগ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই কাজে রাজ্যের মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। অথচ ডেঙ্গু নিয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাছে দরবার করলে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য পেতে পারত। তার সঙ্গে ডেঙ্গু নিয়ে তদন্তও হত। বিমানবাবু বলেন, সরকারি ঘোষণামতো এ রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্তর সংখ্যা ২১ হাজার। আর মৃতের সংখ্যা ৪০। কিন্তু বেসরকারি মতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২০০। এছাড়া ম্যালেরিয়া ও অজানা জ্বরে মৃতের সংখ্যা আরও ২০০। তিনি কয়েকটি জেলার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ওই সংখ্যাই প্রমাণ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার ভুল তথ্য পরিবেশন করছে।

তিন কন্যাকে সংবর্ধনা

রামপুরহাট, ১৪ নভেম্বর ঃ প্যারা অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতলেন নলহাটির মেয়ে শামিমা। আরও দুই কন্যা ব্রোঞ্জপদক নিয়ে ফিরলেন নলহাটিতে। মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে রামপুরহাট স্টেশনে তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের আলাদাভাবে সংবর্ধনা জানায় কংগ্রেস ও তৃণমূল। নলহাটির বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা শামিমা খাতুন, গোবিন্দপুরের রেশমিতা পাল কয়থার সাইনা খাতুন। তিন কন্যা এবার প্যারা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পাড়ি দিয়েছিলেন রাজস্থানের উদয়পুর। সেখানে চারটি বিভাগে অংশগ্রহণ করে শামিমা জিতে নিয়েছেন ২টি সোনা এবং একটি করে সিলভার ও ব্রোঞ্জ। রেশমিতা মাল ও সাইনা খাতুন একটি করে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন।

বিপজ্জনক প্রাথমিক বিদ্যালয়

আশিষ মণ্ডল ● রামপুরহাট

১৪ নভেম্বর ঃ একদিকে ভগ্নপ্রায় ঘরে শিশুদের মিড-ডে মিল খাওয়ার ব্যবস্থা। তার পাশেই ঘরেই আবার শিক্ষকদেরে অফিস। স্কুলের সামনেই রয়েছে পুকুর। ফলে টেকেড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদেরে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা। কারণ যেকোনো মুহূর্তে হুরমুরিয়ে ভেঙে পড়তে পারে স্কুলের জরাজীর্ণ দেয়াল। ছোটো ছেলেমেয়েরা পুকুরে পড়ে গিলে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তবুও স্কুলটি সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁরা।

বীরভূমের মল্লারপুর চক্রের টেকেড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে স্থাপিতে হয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮২। তিনজন শিক্ষক-শিক্ষকা ছাড়াও একজন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর একটি করে বারান্দা, হলঘর ও অফিসঘর নির্মাণ করা হয়। সেই ঘরগুলি এখন ভগ্নপ্রায়। দেয়ালে বড়ো বড়ো ফাটল।

অবাধে বিচরণ করছে বিষধর সাপ। দীর্ঘদিন থেকে আবেদনের পর দুটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে এখনও ভগ্নপ্রায় ঘরটিতেই স্কুলের অফিস রয়েছে। মিড-ডে মিলের রান্না থেকে বাচ্চাদের খাওয়াদওয়া হয় পাশের হলঘরেই। বিপদ জেনেও নিরুপায় হয়ে এইভাবেই চলছে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেইসঙ্গে আর এক বিপদ স্কুলের সামনের পুকুর। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কবিতা সাহা বলেন, আমরা বিষয়টি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাঁরা পুরোনো স্কুলঘর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ভাঙার জন্য যে টাকা দরকার তা কোথা থেকে আসবে তা জানানো হয়নি। তাছাড়া যে নতুন ঘর তৈরি করা হয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয়। তাই বিপজ্জনক দশায় থাকা হলঘরেই শিশুদের খাওয়াদাওয়া করাতে হয়। আমাদের নিজেদেরও প্রাণ হাতে নিয়ে অফিসে বসে থাকতে হয়। স্কুলের সামনে পুকুর। প্রাচীর না থাকায় সব সময় আতঙ্কে থাকি। কারণ বাচ্চারা পুকুরের সামনে খেলা করে। খাবার খেয়ে থালা ধুতে যায়। সব মিলিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে স্কুলে কাটাই।'

অবলুপ্তির পথে মেছো বিড়াল

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : সমাজ ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, আর তার জন্য সবচেয়ে বেশি খেসারত দিচ্ছে পশুপাখিরা। নগরমুখী জীবনযাত্রার কোপে পড়ে অন্যান্য প্রাণীর মতো বাংলার মেছো বিড়ালও বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই এবার বাংলার অতিপরিচিত এই প্রাণীটির সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। চলতি মাসেই মেছো বিড়ালের সংখ্যা গণনা শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদের চেয়ারম্যান অশোক কান্তি সান্যাল। তাঁর কথায়, 'কেবল বাংলার পশু বলে নয়, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্যও মেছো বিড়ালের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।'

পোষ্য বিড়াল, কুকুরের মতো মেছো বিড়ালও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাণী। এটি সাধারণ বিড়ালের মতো দেখতে হলেও এর আকার সাধারণ বিড়ালের তুলনায় সামান্য বড়ো। মূলত পুকুর, ডোবার মতো বদ্ধ জলাশয়ের আশপাশে ঝোপঝাড়ে এদের বাস। এদের প্রধান খাদ্য জলের ছোটো ছোটো মাছ এবং কীট। অশোককান্তি সান্যাল জানান, মূলত হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং দুই দিনাজপুর জেলায় মেছো বিড়ালের বাস। একসময় এই সমস্ত জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যচাষিদের কাছে আতঙ্কের কারণ ছিল মেছো বিড়াল। কিন্তু ইদানীংকালে এদের দেখা মেলা ভার। এর কারণ হিসেবে নগরমুখী জীবনযাত্রাকেই দায়ী করছেন অশোকবাবু। তাঁর মতে, বর্তমানে নগরোন্নয়নের জন্য অধিকাংশ পুকুর, ডোবা বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে মেছো বিড়ালের বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান। তাই ক্রমে তারা অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে অবিলম্বে সংরক্ষণের চেষ্টা করলে মেছো বিড়ালের অবলুপ্তি ঠেকানো সম্ভব বলে মনে করেন অশোকবাবু। তাই যে সমস্ত জেলায় মেছো বিড়ালের বাস ছিল, সেই জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য এলাকাতেও এদের খোঁজ করা হবে এবং তাদের সংখ্যা গণনা শুরু হবে বলে জীববৈচিত্র পর্ষদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

> সংরক্ষণে উদ্যোগী রাজ্য

১০০ দিনের কাজ

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই রাজ্যের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আপাতত কোনো অভিযোগ নেই। পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এখন কেন্দ্রের কাছ থেকে ঠিকমতো টাকা পাওয়া যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে বকেয়া থাকলেও পরে কেন্দ্র সেই টাকা দিয়েও দিচ্ছে। এরই পাশাপাশি তাঁর দাবি, কাজ নিয়েও কেন্দ্রের কোনো অভিযোগ নেই। পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, ১০০ দিনের কাজে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, 'গতবছর ১০০ দিনের কাজে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি কাজ করে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছিল। এবার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি কাজ করতে চাই।' এব্যাপারে প্রতিটি জেলায় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সুব্রতবাবু জানান, ' বাজেটে ২৩ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি শ্রম দিবস অতিক্রম করা।'

উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাকে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের আওতায় আনতে ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। দার্জিলিং পাহাড় ও কালিম্পং বাদে বাকি সব এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের যাবতীয় কাজ হবে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে। এ ব্যাপারে ১৫ নভেম্বর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বৈঠক হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই কাজে প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরকে পাঠিয়েছিল। অর্থ দপ্তর তারপর ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের কাজে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অভিজ্ঞতা থাকায় ওই দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ওই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। মন্ত্রী জানান, কোচবিহার সহ বেশকিছু এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ চালু করে ওই দপ্তর সফলও হয়েছে। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় এমন প্রকল্প নেওয়ার ভাবনা রাজ্য সরকারের। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই যাতে এই কাজে ১২৮ কোটি টাকা খরচ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী জানান, প্রতিটি ইউনিটের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে খরচ হবে। নিখরচায় এই সেচের সুবিধা দেওয়া হবে। এজন্য উঁচু জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এরই পাশাপাশি বর্ষার সময় কৃষকরা সৌরবিদ্যুৎ পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনকে বিক্রিও করতে পারবে। শুধু সেচের কাজে নয়, সৌরবিদ্যুৎ বাড়িতেও ব্যবহার করা যাবে।

আকাশপথে নজরদারি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ শহর কলকাতার নিরাপত্তা জোরদার করতে এবার আকাশপথেও নজরদারির ব্যবস্থা করছে রাজ্য। এর জন্য শীঘ্রই বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার কেনা হবে কলকাতা পুলিশের জন্য। এনএসজি-র কাছ থেকে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, কলকাতা পুলিশের সেই বিশেষ বাহিনীই এই নজরদারির দায়িত্বে থাকবে। ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান অরূপ রাহার সঙ্গে লালবাজারের পদস্থ আধিকারিকরা আলোচনাও করেছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়।

শুধু হেলিকপ্টার কেনাই নয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত জায়গায় রাখার ব্যবস্থা, ইত্যাদি সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সরকারের অনুমোদন মেলায় কোন সংস্থা থেকে তা কেনা হবে সে বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। ৩/৪টি সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে। রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত মিললেই এর বরাত দেওয়া হবে। হেলিকপ্টারে অন্তত ৪ জনের বসার জায়গা থাকবে। যত শীঘ্র সম্ভব এই উড়ান নজরদারি চালু করতে চায় কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশে কমান্ডো বাহিনী যুক্ত হয়েছে। দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি স্নাইপার রাইফেলও কেনা হয়েছে। আছে ড্রোন। এবার এতে হেলিকপ্টার যুক্ত হতে চলেছে।

মোহরকুঞ্জে আজ শুরু বাংলাদেশ বইমেলা

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ বুধবার থেকে কলকাতার মোহর কুঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭ম বাংলাদেশ বইমেলা। এদিন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, ব্যবসায়িকভাবে এই মেলা সফল নয়। তবে বাংলাদেশের লেখকদের সঙ্গে এপার বাংলার মানুষের পরিচয় করানোই এই মেলার লক্ষ্য। আর তা সফল হলে আগামী দিনের ব্যবসায়িক সফলতাও আসবে। তিনি বলেন , বাংলাদেশের বহু প্রকাশক সংস্থা ওই মেলায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করলেও স্থানাভাবে তাঁরা মাত্র ৪৪ জন প্রকাশককে সেখানে বসার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তিনি জানান, গত বছর যদিও সেই সংখ্যা ছিল ৫২।

আগামীকাল সেই মেলার উদ্‌বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্যসচিব ড.কামাল আবদুল নাসের চৌধুরি। এছাড়া প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। মেলায় বই বিক্রির পাশাপাশি আয়োজন করা হবে আলোচনা সভা ও বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির নানা কর্মসূচি। মেলা চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

৪ পাচারকারীকে ধরল ডিআরআই

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ সোমবার হুগলির ব্যান্ডেল স্টেশনে গুয়াহাটি থেকে হাওড়াগামী কামরূপ এক্সপ্রেস থেকে নামতেই ডিআরআইয়ের গোয়েন্দারা মণিপুরের চার চোরাকারবারিকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ৪৮টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। ওই সোনা তারা তাদের প্যান্টের বেল্টের মধ্যে লুকিয়ে এনেছিল। আটক করা ওই সোনার মূল্য ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হল মণিপুরের বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা মহম্মদ সিকান্দার (২৮), মহম্মদ তাপশির (২৪), মহম্মদ মুস্তাক আলি (৩৩) এবং মণিপুরের চান্ডেলের বাসিন্দা মহম্মদ বিলান ওরফে মহম্মদ বেলাল (৩২)।

ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ধৃত চারজন পাচারকারীকে মঙ্গলবার কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে আরও তদন্ত সাপেক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

নিবেদিতার নামে বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় গড়বে রাজ্য সরকার। কলকাতা লাগোয়া বিধাননগরে এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়া আরও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে প্রশাসনে আলোচনা চলছে। এরমধ্যে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিধাননগরের পাশাপাশি শান্তিনিকেতন, হুগলি ও দুই মেদিনীপুরে এইসব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে এই মর্মে বিল পেশ করা হবে। এছাড়া রাজারহাটে একটি ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করবে রাজ্য সরকার।

অপহরণের গল্প ফেঁদে ধৃত ২ ছাত্র

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ টাকার টানাটানি। তাই অপহরণের গল্প ফেঁদে বাড়ি থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দাবি করে শেষমেশ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ২ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। তাঁদের নাম সন্দীপ রায় ও জুলফিকার। সন্দীপের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পাওয়ার হাউসের কাছে। ধৃতরা স্বামী বিবেকানন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গোবিন্দপুর শাখার প্রথম বর্ষের ছাত্র। জানা যায়, গতকাল কলেজে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন সন্দীপ। পরে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফোন করে তিনি জানান, কলেজ থেকে ফেরার পথে ৩ দুষ্কৃতী তাঁকে অপহরণ করে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দাবি করছে। টাকা না পেলে তারা খুন করার হুমকি দিয়েছে। ওই ফোন পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন সন্দীপের পরিবারের সদস্যরা। সোনারপুর থানায় গিয়ে তাঁরা বিশদে ওই ঘটনার কথা বলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে সন্দীপের ফোনের টাওয়ার লোকেশন দেখে এদিন ভোরে নিউ গড়িয়া স্টেশনের কাছ থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে।

নিখোঁজ আইনজীবী

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়া আদালতের এক আইনজীবী সোমবার থেকে নিখোঁজ। তার নাম জয়ন্ত গুহরায়। সোমবার সকালে আদালতে যাওয়ার নাম করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাত পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ না পাওয়া গেলে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।